শেখ হাসিনার নির্দেশ জলবায়ু
সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জলবায়ু পরিবর্তন-২

বিষয়ঃ ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০’ পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	জিয়াউল হাসান এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	২২ মার্চ ২০২১
সভার সময়	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা।
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০’ পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর উপস্থিত সকল সদস্যকে সুচিন্তিত মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (জলবায়ু পরিবর্তন-১) জনাব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক জানান, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ মূলত অর্থ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও ট্রাস্টি বোর্ডর ৫২তম সভার সিদ্ধান্ত এবং মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর ধারা ১৯-এ ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক’ পদের কথা উল্লেখ থাকলেও ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধানের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নেই। ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০’ যাচাই-বাছাই কমিটির সভাপতি জনাব মো: মিজানুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন অনুবিভাগ) এঁর সভাপতিত্বে গত ২৮/০২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রস্তাবিত আইনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়েরে সচিব জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ১০/০২/২০২১ তারিখের ইনহাউজ সভায় প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত খসড়া PowerPoint এর মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য জনাব মো: মাজেদুল ইসলাম, উপসচিব (জলবায়ু পরিবর্তন-২)-কে অনুরোধ জানানো হলে তিনি বিদ্যমান ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০’ এবং প্রস্তুতকৃত খসড়া ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০’ তুলনামূলক ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। সভায় প্রস্তুতকৃত খসড়া ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০’ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় জানানো হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের ২৫তম সভায় ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩’ এবং ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনা প্রবিধানমালা, ২০১৩’ অনুমোদিত হয় এবং গত ২৪/০১/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরবর্তীতে জানুয়ারী ৩১, ২০১৩ তারিখে তা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনা প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর প্রবিধি ১৩ অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক ট্রাস্টের জনবল ৮২ জন। এছাড়াও, ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা, ২০১৬’ গত ২৪/০৩/২০১৬ তারিখে ট্রাস্টি বোর্ডের ৩৯তম সভায় অনুমোদিত হয়। অর্থ বিভাগ গত ২৪/০৪/২০১৭ তারিখে এতে সম্মতি প্রদান করলেও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গত ৩১/০৫/২০১৭ তারিখে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করে-

“জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর ধারা ২৩ অনুসারে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক সরকারের পূর্বানুমোদন এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়নের বিধান রয়েছে। কিন্তু নথিতে রক্ষিত প্রবিধানমালাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এস.আর.ও (SRO) নম্বর ব্যতিরেকেই প্রশাসনিক কর্তৃত্ববলে উক্ত প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করেছে যা স্পষ্টতই আইনের ধারা ২৩ এর ব্যত্যয়। এছাড়াও, প্রবিধানমালাটি এ বিভাগ কর্তৃক ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তাও নথি থেকে বোঝা যাচ্ছে না। উক্ত প্রবিধানমালার প্রবিধি ৩৪ এর অধীন ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। যেহেতু, প্রবিধানমালাটি আইনের ধারা ২৩ এর বিধান অনুসারে প্রণীত কোনও ডকুমেন্ট নয় সেহেতু উক্ত প্রবিধানমালার অধীন বিবেচ্য ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা প্রণয়নের আইনগত কোনো সুযোগ নেই।”

পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের বিদ্যমান ৮২টি পদের ভূতাপেক্ষিক অনুমোদন এবং অতিরিক্ত আরও ৬৮টি নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ২৫/১১/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ মতামত প্রদান করে-

“ভূতাপেক্ষভাবে পদ সৃজনের বিধিগত কোনো সুযোগ নেই। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইনে পদ সৃজন কিংবা জনবল নির্ধারণে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রদানের কথা উল্লেখ নেই। অধিকন্তু বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনা প্রবিধানমালাতে ট্রাস্টি বোর্ডই ট্রাস্টের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন/সংশোধন/পরিবর্ধন করতে পারবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।”

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা, ২০১৬' মতামতের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গত ২০/০২/২০২০ তারিখে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করে-

(ক) 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০'-এ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান নেই। সে কারণে, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩' আইনের কোনো কর্তৃত্ববলে প্রণয়ন করা হয়নি। এমতাবস্থায়, উহার অধীন বিবেচ্য ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা প্রণয়নের কোনো সুযোগ নেই;

(খ) উক্ত আইনে ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান না থাকায় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩' প্রণয়ন করা যথাযথ/আইনসিদ্ধ হয়নি। উপরন্তু, এক্ষেত্রে আইনের ধারা ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত প্রবিধানমালাটি আইনসিদ্ধভাবে প্রণয়ণের লক্ষ্যে, বিবেচ্য আইনে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন হবে;

(গ) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পর এ বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তৎপ্রেক্ষিতে দফা (খ) এর অধীন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত প্রবিধানমালাটি পুনরায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

(ঘ) দফা (গ) তে বর্ণিত চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়নের পর উহাতে ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নের কোনো বিধান, যদি থাকে, তদনুযায়ী বিবেচ্য নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিদ্যমান অন্যান্য ট্রাস্ট কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি/বিধি-বিধান সম্পর্কে আগাম ধারনা নিতে পারে।

ট্রাস্টি বোর্ডের ৫২তম সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত উপস্থাপন করা হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

"লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও অনুসরণ সাপেক্ষে ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসাথে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

সভায় অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রস্তাবিত/সংশোধিত আইনের শিরোনাম 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২১'লেখার প্রস্তাব করেন। পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান ধারা ২(খ)-এ 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT)' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (Bangladesh Climate Change Trust-BCCT) এবং ২(গ)-এ 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (CCTF)' এর পরিবর্তে 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (Climate Change Trust Fund-CCTF) লেখার প্রস্তাব করেন। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত ধারা ৫(খ)সহ অন্যান্য ধারায় 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' এর পরিবর্তে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) অভিধান অনুযায়ী শুধু 'স্বচ্ছতা' এবং ব্রাকেটে বড়হাতের T অক্ষর দিয়ে ইংরেজিতে Transparency লেখার প্রস্তাব করেন। একইভাবে, তিনি ধারা ৬(ঘ)-এ 'বিস্তার' না লিখে 'উপযুক্ত বিস্তার' ও ব্রাকেটে ছোট হাতের d অক্ষর দিয়ে ইংরেজিতে dissemination এবং ধারা ৬(ছ)-এ 'সক্ষমতা বৃদ্ধি' ব্রাকেটে বড়হাতের C ও B অক্ষর দিয়ে ইংরেজিতে Capacity Building লেখার প্রস্তাব করেন। এছাড়াও, তিনি ধারা ৮(ক)-এ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া সমীচীন হবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবিত/সংশোধিত আইনে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত ধারা ৭ (ট্রাস্টের দায়িত্ব ও কার্যাবলী), ধারা ২০ (ট্রাস্টের কর্মকর্তা বা কর্মচারী) এবং ধারা ২৬ (আইনের প্রাধান্য) এর সংযোজন যৌক্তিক মর্মে উপস্থিত সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

অর্থ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং ট্রাস্টি বোর্ডের মতামতের ভিত্তিতে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর প্রস্তুতকৃত খসড়া বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলার নিমিত্ত ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটি পুনর্গঠনসহ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধনপূর্বক 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২১' প্রণয়ন করা যুক্তিসঙ্গত মর্মে একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

বিদ্যমান 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০' এবং প্রস্তুতকৃত খসড়া 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২০' পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপস্থিত সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনপূর্বক 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২১' এর চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

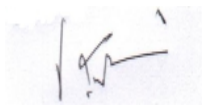

জিয়াউল হাসান এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ২২.০০.০০০০.০৮৬.২২.০০১.২১.১৩৩

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪২৮
২৮ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলাগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
১৬) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭) সদস্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, মহাখালী, ঢাকা।
১৯) অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০) যুগ্মসচিব (জলবায়ু পরিবর্তন-১), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় জ্ঞাতার্থে)।
২২) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় জ্ঞাতার্থে)।
২৩) সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
২৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৫) ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ আগারগাঁও, ঢাকা (বিসিসিটি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য)।
২৬) ড. আইনুন নিশাত, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও প্রফেসর এমিরিটাস ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (বিসিসিটি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য)।

মোঃ মাজেদুল ইসলাম

উপসচিব